আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে হাজির সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল-মামুন

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি জুলাই–আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের মামলায় রাজসাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পলাতক থাকায় তাদের রায়ের দিন উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল, চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে, মামলার রায় ঘোষণা করবে। সকাল থেকেই কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মামুনকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। এটি তার শেষবারের সাক্ষ্যগ্রহণ। দীর্ঘ সময় কারাগারে থাকা সাবেক আইজিপি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন এবং তার শাস্তি প্রসিকিউশন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, শেখ হাসিনা ও কামালের সর্বোচ্চ সাজা দাবি করা হয়েছে।

রায়ের দিন ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন, বিজিবি ও সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা নিয়োজিত রয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে রবিবার সন্ধ্যা থেকে দোয়েল চত্বর থেকে শিক্ষাভবন পর্যন্ত সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে এবং জনসাধারণের চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

প্রসিকিউশন মামলায় তিন আসামির বিরুদ্ধে পাঁচটি মানবতাবিরোধী অভিযোগ তুলেছে। এর মধ্যে রয়েছে উসকানি, মারণাস্ত্র ব্যবহার, আবু সাঈদ হত্যা, চানখারপুলে হত্যাকাণ্ড এবং আশুলিয়ায় লাশ দাহ। আনুষ্ঠানিক অভিযোগের নথি মোট ৮,৭৪৭ পৃষ্ঠা, যার মধ্যে তথ্যসূত্র ২,০১৮ পৃষ্ঠা, জব্দকৃত প্রমাণ ৪,০০৫ পৃষ্ঠা এবং শহীদদের তালিকা ২,৭২৪ পৃষ্ঠা। ৮৪ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে এবং মামলার প্রতিবেদন ১২ মে চিফ প্রসিকিউটরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।